দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

শান্তিরক্ষায় সহযোগিতা করুন ঃ ভিসি

ক্যাম্পাসে শান্তি মিছিল ঃ প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের মিষ্টিমুখ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা শান্তির অন্বেষায় শনিবার পরস্পরকে মিষ্টিমুখ করান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরসহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা এসময় মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গত ৪ আগস্ট এই প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠন দুটির সমর্থকদের মধ্যে তুমুল বন্দুকযুদ্ধের পর উভয় সংগঠনের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যস্থতায় এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়। গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে বিবদমান ছাত্র সংগঠন দুটির নেতৃবৃন্দের পৃথক বৈঠকে পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

গতকাল সকাল থেকে মধুর ক্যান্টিনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলসহ অন্যা ছাত্র সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীন আলমের নেতৃত্বে প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন ছাত্রলীগের (ম-ই) নেতা-কর্মীদের বরণ করে নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ১০টা ২৫ মিনিটে ছাত্রলীগ (ম-ই) সভাপতি মঈনউদ্দীন হাসানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মীরা মধুর ক্যান্টিনে পৌঁছালে সেখানে অবস্থানরত ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা হাত তালি দিয়ে তাদের বরণ করে নেন।

এসময় বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর জোট গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের নেতা-কর্মীরাও ছাত্রদলের সাথে যোগ দেন। পুরো মধুর ক্যান্টিন করতালি আর হাস্য কলরোলে মুখর হয়ে ওঠে।

সকাল সাড়ে ১০টায় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) **ক্যাম্পাসে শান্তি মিছিল ঃ প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের মিষ্টিমুখ**

আহমেদ প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরসহ মধুর ক্যান্টিনে আসেন। সমবেত সকল সংগঠনের নেতা-কর্মীরা তাঁকে স্বাগত জানান। ক্যান্টিনের ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে অবস্থানরত সকল ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা টেবিলগুলো একসাথে সাজিয়ে ভিসির চার পাশে বসেন। ভিসির ডানে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা নাজিম উদ্দীন আলম ও বায়ে ছাত্রলীগ নেতা মঈন উদ্দীন হাসান চৌধুরী আসন গ্রহণ করেন।

ভাইস চ্যান্সেলর ক্যাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিবদমান সংগঠন দুটিসহ সকল ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ফুল দিয়ে বরণ করেন। ভিসির উপস্থিতিতে নাজিম উদ্দীন আলম ও মঈন উদ্দীন হাসান চৌধুরী পরস্পরের মুখে মিষ্টি তুলে দেন। মধুর ক্যান্টিন আবার করতালিমুখর হয়ে ওঠে। এক সাথে সবাই মিষ্টি মুখ করেন।

মিষ্টিমুখের পরে সকল সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা ঐক্যবদ্ধভাবে ভাইস চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে একটি শান্তি মিছিল বের করেন। মিছিলকারীরা করতালি দিতে দিতে কলা ভবন প্রদক্ষিণ করেন। এসময় কলা ভবনের চারপাশে লেকচার থিয়েটার ও মল এলাকা থেকে শতশত ছাত্র-ছাত্রী ছুটে এসে এই মিছিলে যোগদান করেন। অনেক আবার দূর থেকে হাততালি দিয়ে সংহতি প্রকাশ করেন। শান্তি মিছিল মধুর ক্যান্টিনে গিয়ে শেষ হয়।

ভিসি

ক্যাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই ব্যাপারে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমেদ দৈনিক বাংলাকে বলেন, ছাত্রছাত্রীরা ভালভাবে পড়াশুনা করুক, শান্তিতে থাকুক-একজন শিক্ষক হিসাবে এটা আমার সব সময়ের চাওয়া। এর বাইরে তো আমি আর কিছু ভাবতে পারি না।

এক প্রশ্নের জবাবে ভিসি বলেন, ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যাতে অব্যাহত থাকে সে লক্ষ্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে সমঝোতার পর এবার হলগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তিনি আগামী ৭ দিন হলগুলোর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং হলগুলো পরিদর্শনে যাবেন বলে জানান।

ভাইস চ্যান্সেলর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, গত কয়েক বছর ধরে ক্যাম্পাসে খুবই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছিল। শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলছিল। হঠাৎ বাইরের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হলো। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশনজট মুক্ত করতে হলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ খুবই জরুরী। আর একটি বছর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পেলে আমরা সেশনজটের মত ভয়াবহ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারবো।

তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি বজায় রাখতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। তিনি এ ব্যাপারে সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন।

ছাত্রদল

এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুল হক মিলন বলেন, শান্তিপূর্ণ ক্যাম্পাস আমাদের সব সময়েই কাম্য। তিনি বলেন, কিছু শিক্ষকের একগুয়েমির কারণে ক্যাম্পাসে শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল। তিনি সকল মহলকে শান্তিপূর্ণ ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক ভূমিকা পালনের আহবান জানান।

সমাবেশ

পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল দুপুরে ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করে।

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রদল সভাপতি ফজলুল হক মিলন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দীন আলম, মনিরুজ্জামান মনির, শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী, এবিএম মোশাররফ হোসেন, মনির হোসেন মনির, নাসির উদ্দীন আহমদ পিন্টু প্রমুখ।

সমাবেশে ফজলুল হক মিলন বলেন, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসে শিক্ষাঙ্গনে যখন চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছিল ঠিক তখনই ছাত্রদল ছাত্র সমাজকে নিয়ে সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করে প্রমাণ করে যে সন্ত্রাসীদের স্থান শিক্ষাঙ্গনে হতে পারে না।

তিনি বলেন, আজ সুষ্ঠু রাজনীতির প্রতিশ্রুতিতে ছাত্রদল ছাত্রলীগকে (ম-ই) ক্যাম্পাসে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। তিনি বলেন, এটা আমাদের আন্তরিকতা, দুর্বলতা নয়। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের বন্ধুরা এটাকে দুর্বলতা ভাবলে ভুল করবেন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল যে কোন সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের হাত থেকে শিক্ষাঙ্গনকে রক্ষা করবে বলে তিনি দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন।

নাজিম উদ্দীন আলম বলেন, সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষক সমিতিকে অবশ্যই আওয়ামী বাকশালী চক্র থেকে বের হয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

পূর্ব ঘোষিত সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী আজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের (ম-ই) সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।